অভিবাসনের পূর্বে রেমিটেন্স প্রেরণ ও ব্যবহারের পরিকল্পনা

রেমিটেন্স

অভিবাসন থেকে প্রেরণকারী দেশের লাভবান হবার একটি পরিমাপক হচ্ছে রেমিটেন্স। সাধারণভাবে বলা যায়, একজন অভিবাসী তার কঠোর পরিশ্রম দ্বারা উপার্জিত যে অর্থ দেশে তার পরিবারের কাছে পাঠান তাই রেমিটেন্স।

অভিবাসী বিদেশে যাচ্ছেন অধিক আয় করার জন্য। সেই আয় দিয়ে বিদেশে নিজেকে চালাবেন, দেশে পরিবারের ভরণ-পোষণ করবেন, সন্তান ও ভাই বোনদের উন্নত শিক্ষা নিশ্চিত করবেন, পরিবারের জন্য স্থায়ী কিছু সম্পদ তৈরি করবেন যা ভবিষ্যতে তাকে নিরাপত্তা দেবে। এসব বিষয় যাবার আগে ভাবতে হবে। প্রথমে যা বুঝতে হবে তা হল, দেশে তিনি টাকা পাঠাচ্ছেন কিন্তু তিনি দেশে উপস্থিত নেই ফলে টাকার উপযুক্ত ব্যবহার নাও হতে পারে। জানতে হবে কি কি ভাবে দেশে টাকা পাঠানো যায়। মূলত টাকা পাঠানোর উপায়গুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। বৈধ উপায় এবং অবৈধ উপায়। বৈধ উপায় বলতে আমরা বুঝি বাংলাদেশ সরকারের অনুমতিপ্রাপ্ত উপায়গুলি। বৈধ উপায়ের ভেতর সবচাইতে বড় মাধ্যম হল ব্যাংক। বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি, দেশী ও বিদেশী বহু ব্যাংক রয়েছে। যেমন সোনালী, অগ্রণী, জনতা, রূপালী, ইসলামী, ব্রাক, প্রাইম ইত্যাদি দেশী ব্যাংক। বিদেশী ব্যংকের মধ্যে রয়েছে ষ্ট্যানডারড চার্টাড, ডাচবাংলা, সিটি ব্যাংক এনএ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে হলে সবচেয়ে আগে দরকার একাউন্ট খোলা। অভিবাসী যে এলাকা থেকে যাচ্ছেন তার আশপাশে কোন ব্যাংক আছে তা আগে খোঁজ নিয়ে জানতে হবে । তারপর সেই ব্যাংকে গিয়ে কথা বলতে হবে। জানতে হবে অভিবাসী যে দেশে যাচ্ছেন সেই দেশে এবং যে এলাকায় যাচ্ছেন সেখানে এই ব্যাংকের শাখা আছে কিনা। না থাকলে ঐদেশে অবস্থিত কোন একচেঞ্জ হাউজ (Exchange House) এর সাথে এই ব্যাংকের টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে কিনা তা জানতে হবে। এলাকার যে ব্যাংকের সাথে এমন যোগাযোগ থাকবে সেই ব্যাংকেই একাউন্ট খুলে যাওয়া ভাল।

বিদেশ থেকে ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে করণীয়

অভিবাসী যে এলাকায় থাকেন বা কাজ করেন তার কাছাকাছি ব্যাংক বা একচেঞ্জ হাউজ খুঁজে বের করা। টাকা পাঠাতে হলে নির্দিষ্ট কিছু ফরম পুরণ করতে হয়। দেশী ব্যাংক না হলে ফরমগুলো ইংরেজিতে থাকে। যেসব তথ্য সাধারণত লাগে সেগুলো হলো প্রেরকের নাম, প্রাপকের নাম, একাউন্ট নম্বর, ব্যাংকের শাখার নাম এবং ব্যাংকের নাম। এই তথ্যগুলো ভুল হলে টাকা দেশে পৌঁছাবেনা বা পৌঁছালেও অন্য শাখায় গিয়ে তা সমস্যা তৈরি করতে পারে। সই একই হতে হবে। যেমন যদি কেউ মোঃ আকবর লিখে থাকেন ব্যাংক একাউন্ট খোলার সময়, টাকা পাঠানোর সময় তা-ই সই করতে হবে। তখন মোহাম্মদ আকবর সই করা যাবেনা। নমুনা স্বাক্ষরের সাথে সই হুবহু মিলতে হবে। সহজ উপায় হল বিদেশ যাবার পূর্বে যখন একাউন্ট খুলছেন তখন ব্যাংক কর্মকর্তার মারফত সব তথ্য একটি কাগজে লিখে নিন। যেসব তথ্য নিয়ে যাবেন নিচে তার একটি নমুনা দেওয়া হল।

তথ্যসমুহ	উদাহরণ
প্রেরকের নাম (যিনি অর্থ বাইরে থেকে পাঠাচ্ছেন তার নাম সঠিকভাবে)।	আর. এম. ফয়জুর রহমান।
প্রাপকের নাম (যার নামে টাকা পাঠাচ্ছেন তার নাম সঠিকভাবে)।	মোহাঃ আব্দুর রশীদ।
প্রাপকের ঠিকানা (যার নামে টাকা পাঠানো হবে তাকে চিঠি পাঠানোর ঠিকানা)।	গ্রামঃ পোলতাডাঙ্গা, পোঃ বাঁশবাড়ীয়া, উপজেলা ঃ আলমডাঙ্গা, জেলা চুয়াডাঙ্গা, পোষ্ট কোড ঃ ৭২১০, বাংলাদেশ।
ব্যাংকের নাম (যে ব্যাংকে প্রাপকের হিসাব খোলা রয়েছে)।	রূপালী ব্যাংক লিমিটেড।
শাখার নাম (প্রাপকের হিসাবের শাখা- যেখান থেকে তিনি টাকা উত্তোলন করবেন)।	আলমডাঙ্গা শাখা।
শাখার ঠিকানা, পোস্ট কোডসহ (ব্যাংকের নাম ও শাখার নাম পূর্ণ ঠিকানাসহ, সঠিকভাবে)।	উপজেলা ঃ আলমডাঙ্গা, জেলা চুয়াডাঙ্গা, পোষ্ট কোড ঃ ৭২১০, বাংলাদেশ।
একাউন্ট নম্বর (নির্ভুলভাবে)।	৫২৬।
নিজের ব্যাংক হিসাবের স্বাক্ষর এর নমুনা (যা একান্ত ই নিজের কাছে থাকবে)।	

যেভাবে ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা আসে

১. ব্যাংক টু ব্যাংক ট্রান্সফার, ডিমান্ড ড্রাফট বা ডি ডি, টেলিফোনিক ট্রান্সফার বা টি টি, ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার বা ইএফটি'র মাধ্যমে সাধারণত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে টাকা আসে। ডিমান্ড ড্রাফট (Demand Draft) **কাগজে ছাপা হয়ে আসে। যিনি ডিডি পাঠাবেন তিনি যা নিশ্চিত করবেন তা হল, ফরমে প্রাপকের নাম, প্রাপকের ব্যাংক ও শাখার নাম এবং হিসাব নম্বর ঠিক ভাবে লেখা হয়েছে কিনা। আরও দেখতে হবে ড্রাফটিতে ব্যাংকের দুইজন কর্মকর্তার স্বাক্ষর আছে কিনা এবং ড্রাফটে তারিখ ও টাকার বিবরণ অংকে ও কথায় মিল আছে কিনা।** যে ব্যাংক ডিডি ইস্যু করে সেই ব্যাংক কাগজে ছাপা ডিডি নিজ দায়িত্বে প্রাপকের কাছে ডাকযোগে পৌঁছে দেয় অথবা যিনি ডিডি করেন তার কাছে কাগজে ছাপা ডিডি দিয়ে দেয়।

ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রেরণ

তিনিও ডাকযোগে তা প্রাপকের কাছে পাঠান। প্রাপক পাওয়ার পর ডিডিটা যে ব্যাংকের যে শাখার নামে ইস্যু করা হয়েছে সেখানে জমা দেন। সেই ব্যাংক টাকা কালেকশন করে সংশ্লিষ্ট একাউন্টে জমা করে। এ প্রক্রিয়াটি নিরাপদ তবে টাকা পেতে বেশ সময় লাগে। টি টি কাগজে ছাপা হয়ে আসেনা। যে কোন ব্যাংকে গিয়ে নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করে টাকা জমা দিলে ঐ ব্যাংক ফোনের মাধ্যমে গ্রহনকারী ব্যাংককে তা জানিয়ে দেয়। যার নামে টিটি করা হচ্ছে গ্রহনকারী ব্যাংকে অবশ্যই তার একাউন্ট থাকতে হবে। এক্ষেত্রে প্রেরণকারী ও গ্রহনকারী ব্যাংকের মধ্যে টিটি'র ব্যাবস্থা থাকতে হবে। এ প্রক্রিয়া দ্রুত এবং নিরাপদ। ইলেকট্রনিক ফান্ড

ট্রান্সফার (ইএফটি) টাকা পাঠানোর অত্যন্ত আধুনিক, দ্রুত ও নিরাপদ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ক্রেডিট কার্ড (Credit Card) ব্যবহার করে বা অনলাইনে টাকা ওঠানো যায়। চেক ব্যবহারের কোন ঝামেলা নেই।

আবার যে ব্যাংকে একাউন্ট আছে তার সাথে একচেঞ্জ হাউজ এবং টাকা তোলার ব্যাবস্থা থাকলে সেই একচেঞ্জ হাউজ থেকে টাকা পাঠালে টাকা দেশে দ্রুত পৌঁছাবে। অভিবাসীরা অনেক সময় কোন একচেঞ্জ হাউজ কত রেট দিল তা দেখে টাকা পাঠান। যে একচেঞ্জ হাউজ বেশি রেট দিচ্ছে তার সাথে হয়তো অভিবাসীর বাড়ির কাছের ব্যাংকের টাকা তোলার ব্যাবস্থা নাই। তখন টাকা পৌঁছাতে দেরি হবে। টাকা তাড়াতাড়ি চাইলে যে একচেঞ্জ হাউজের সাথে তার এলাকার ব্যাংকের টাকা তোলার ব্যবস্থা আছে তার মাধ্যমে পাঠানো ভাল।

ব্যাংক থেকে রেমিটেন্স সংগ্রহ

২. ব্যাংক একাউন্ট ছাড়াও বৈধ উপায়ে টাকা পাঠানো যায়। একে বলে ইন্সট্যান্ট ক্যাশ। ইসলামী ব্যাংক, ব্রাক ব্যাংক বা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন (Western Union) কোন ব্যাংক একাউন্ট ছাড়াই তাদের টাকা বিদেশ থেকে দ্রুত ও নিরাপদে পাঠিয়ে থাকে।

বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী একচেঞ্জ হাউজের মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রেরণ

৩. পোষ্ট অফিস ঃ বিদেশ থেকে পাঠানো টাকা বাংলাদেশ পোষ্ট অফিসও নিরাপদে গ্রাহকের হাতে তুলে দেয়। বাংলাদেশের পোষ্ট অফিসের সাথে যে ১৫টি দেশের পোষ্ট অফিসের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি আছে সেগুলো হল ডেনমার্ক, ফিজি, জাপান, কুয়েত, মালয়েশিয়া, মাল্টা, মালদ্বীপ, কাতার, সিংগাপুর, সুইডেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইউএসএ, ইউকে, জার্মানী এবং ইয়েমেন। এ সমস্ত দেশ থেকে মানি অর্ডার করে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে টাকা পাঠানো যায়। এতে সময় বেশি লাগে তবে ঘরে বসে টাকা পাওয়া যায়।

৪. সাথে করে টাকা আনা ঃ অভিবাসীরা দেশে ফেরার সময় বা ছুটিতে আসার সময় সাথে করে ডলার আনতে পারেন। কিন্তু তা ৫,০০০ ডলারের বেশি হলে অবশ্যই বিমানবন্দরে কাষ্টমসের নির্দিষ্ট ডিক্লেয়ারেশন ফরম পূরণ করে ঘোষণা দিতে হবে। ৫,০০০ ডলার বা এর কম হলে ঘোষণা দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়। তবে কেউ ঘোষণা দিলে এসব অর্থও রেমিটেন্স বলে ধরা হবে। আয়কর মুক্তি হতে শুরু করে রেমিটেন্সে সরকার যেসব সুবিধা দিয়েছে তার সবগুলি পাওয়া যাবে। এছাড়াও পরবর্তীতে এই টাকা ব্যবসায় খাটালে বা বাড়িঘর নির্মাণ করলে সরকারকে অভিবাসীরা টাকার উৎস দেখাতে পারবেন। বিমানবন্দর ত্যাগ করলে ডিক্লেয়ার করার আর কোন সুযোগ নেই।

হুন্ডি

অভিবাসীরা অনেকেই যাবার আগে ব্যাংক একাউন্ট খুলে যান না। আবার অনেকে ফরম পূরণ করতেও ঝামেলা মনে করেন। এমন অবস্থায় টাকা পাঠানোর সহজ মাধ্যম হিসেবে তারা দেখতে পান হুন্ডি ব্যবসায়ীদের। ব্যবাসায়ীরা দ্বারপ্রান্তে এসে টাকা দিয়ে যায়। প্রেরণকারী ফোনে কথা বলে বা ফ্যাক্সের মাধ্যমে নিশ্চিত হন যে টাকা তার পরিবারের কাছে পৌঁছে গেছে। এই প্রক্রিয়ায় টাকা পাঠানোকে বলে হুন্ডি করা। হুন্ডিতে অভিবাসীরা একটু সুবিধা পেলেও দেশের বিরাট ক্ষতি হচ্ছে। নিচের ছকের মাধ্যমে এ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।

ছক ১০ঃ ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর সুবিধা ও হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠানোর অসুবিধা

ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠালে	হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠালে
• বৈধ টাকা বলে গণ্য হয়।	• উৎস দেখানো যায় না বলে কালো টাকা হিসেবে গণ্য হয়।
• আয়কর মুক্ত।	• আয়কর মুক্তির সুবিধা পাওয়া যায়না।
• সঞ্চয় করা যায়।	• নগদ টাকা আসে, পরিবারের সবাই জেনে ফেলে। ফলে সঞ্চয় করা যায়না।
• রেমিটেন্সের বিপরীতে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করা যায়।	• হুন্ডিতে আসা টাকার ব্যাংক ঋণের সুবিধা নাই।
• টাকা ব্যাংকে থাকে, অসাধু ব্যক্তিরা অবৈধ কাজে ব্যবহার করতে পারেনা।	• অসাধু ব্যক্তিরা হুন্ডির টাকা চোরাচালান, মাদক ও অবৈধ অস্ত্র আমদানিতে ব্যবহার করে।
• ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠালে ব্যাংক রেমিটারদের সম্মানিত করে।	• হুন্ডিতে টাকা পাঠানো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সাত বছরের জেল হতে পারে।
• টাকা অযথা খরচ হয় না।	• টাকা আত্মসাৎ হয়, আবার পরিবারও অপচয় করে।

রেমিটেন্সের উপর অভিবাসীর নিয়ন্ত্রণ রাখার উপায়

পরিবার যেন পাঠানো টাকা অপব্যবহার না করে তার জন্য দু'টি একাউন্ট করে যেতে হবে। একটা শুধু নিজের নামে। আরেকটা নিজের পরিবারের কোন নির্ভরযোগ্য সদস্যের সাথে যুক্ত নামে। পরিবারের সাথে যুক্ত একাউন্টে যে টাকা পাঠাবেন, তা দিয়ে চলবে সংসার, আর নিজের নামে পাঠানো টাকার খোঁজ কাউকে না জানানোই ভাল। দেশে ফিরে এসে সেই টাকা খাটিয়ে নিজের উর্পাজনের জন্য পথ তৈরি করতে পারবেন।

রেমিটেন্সের বিনিয়োগ

ব্যবসায় বিনিয়োগ

প্রবাসীদের প্রেরিত টাকা দিয়ে ব্যবসায়িক ঋণ সুবিধা নেওয়া যায়। বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে স্বল্প সুদে লোন নিয়ে আবাসন প্রকল্প, গাড়ি ক্রয়, পরিবহন খাত, কৃষি খামার, ডেইরি ও পোল্ট্রি খাত, সম্পদ ক্রয়, ক্ষুদ্র ব্যবসায় ও ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগ করে ব্যবসা করা যায়। ব্রাক ব্যাংকের লোন নিয়ে Micro Enterprise Lending & Assistance (MELA) শুরু করা যায়। কিছু নির্দিষ্ট বিনিয়োগ কেবল প্রবাসী হওয়ার কারণে একজন অভিবাসী নিজেই করতে পারবেন।

সঞ্চয়ে বিনিয়োগ

নিজের ও পরিবারের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সঞ্চয় করা প্রয়োজন। প্রচলিত সঞ্চয় প্রকল্প সম্পর্কে জেনে নিতে হবে। সঞ্চয় প্রকল্পগুলো বিনিয়োগ প্রকল্প থেকে একটু আলাদা। এক্ষেত্রে একজন প্রবাসী টাকা বিনিয়োগ করবে, তবে ব্যবসায় নয় বরং, টাকা সুদসহ নিরাপদে বাড়তে থাকবে।

সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পোষ্ট অফিসের বিভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্পে ঝুঁকিমুক্ত বিনিয়োগের সুযোগ আছে। বিভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম হল Wage Earners’ Welfare Bond, US Dollar Investment Bond 2002, US Dollar Premium Bond 2002, Non-resident Foreign Currency Deposit (NFCD), Non-resident Investor’s Taka Account (NITA), বিভিন্ন প্রাইভেট ব্যাংকেরও বিনিয়োগ সুবিধা রয়েছে। যেমন ইসলামী ব্যাংকের Mudarabah savings Bond, Mudarabah Foreign Currency Deposit Account, Mudarabah Savings Account, Expatriate DPS Programme Insurance. ডাকঘর সঞ্চয়পত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ সঞ্চয়ের মাধ্যম। এইসব খাতে টাকা খাটালে বা এই ধরনের সঞ্চয়পত্র কিনলে মুনাফা পাওয়া যায়। আবার প্রয়োজনে যে কোন সময় তা ভাঙানো যায়, আবার মূল টাকাসহ মুনাফা পুনরায় বিনিয়োগ করা যায়। কোনটা টাকায় কেনা যায় আবার কোনটা বৈদেশিক মুদ্রায়। ভাঙানোর সময়ও একই ব্যাবস্থা।

ইউ এস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড

ইউ এস ডলার বিনিয়োগ বন্ড

ব্যাংকের দেওয়া সুবিধা

সরকারি ও বেসরকারি সকল ব্যাংকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সব বিনিয়োগ বন্ড পাওয়া যায়। নিচে কিছু ব্যাংকের বিদ্যমান সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সুবিধা উল্লেখ করা হল, যা অভিবাসী বিদেশে অবস্থানকালে ও বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর গ্রহন করতে পারেন।

ছক ৬ ঃ ব্যাংক প্রদত্ত সুবিধা

ব্যাংকের নাম এবং ওয়েব সাইট	সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সুবিধা
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ <www.islamibankbd.com>	Mudaraba Special Savings (Pension) Account, Mudaraba Savings Bond Scheme, Mudaraba Foreign Currency Deposit Scheme (Savings), Mudaraba Monthly Profit Deposit Scheme, Small Business Investment Scheme, Micro Industries Investment Scheme.
সোনালী ব্যাংক লিঃ <www.sonalibank.com.bd>	Sonali Bank Deposit Scheme, Education Savings Schem, Medical Deposite Scheme, Agro-based Small and Micro Enterprises (SMEs), Mircocredits.
অগ্রণী ব্যাংক লিঃ <www.agranibank.org>	Agrani Bank Pension Scheme, Agrani Bank Special Deposit Scheme, Wage Earner's Development Bond (WEDB), Agrani Bank Shilpa Unnayan Bond.
জনতা ব্যাংক লিঃ <www.janatabank-bd.com>	NRB Account, NRB Gift Cheque, Non-Resident Investor's Taka Account (NITA), Agro-based loan Scheme, Small business development loan scheme, Cyber Café, Entrepreneurship Development Programs.
ব্র্যাক ব্যাংক <www.bracbank.com>	Probashi Fixed Deposit, Probashi DPS Account, Probashi Interest Account, Probashi Student Education Saver, Probashi Super Saver Scheme.
প্রাইম ব্যাংক <www.prime-bank.com>	Contributory Savings Scheme, Education Savings Scheme, Double Benefit Deposit Scheme, Monthly Benefit Deposit Scheme, Lakhopati Deposit Scheme, Prime Millionaire Scheme.
এবি ব্যাংক <www.abbank.com.bd>	Foreign Currency Fixed Term Deposit in USD/GBP/EUR, Wage Earner’s Development Bond, SME Loan.
ব্যাংক এশিয়া <www.bankasia-bd.com>	ডিপোজিট পেনশন স্কীম, বোনাস সেভিংস স্কীম, ডাবল বেনিফিট প্লাস, মাসিক মুনাফা।
রূপালী ব্যাংক লিঃ <www.rupali-bank.com>	Rupali Bank Deposit Pension Scheme, NRTA (Non-Resident Taka A/C), Equity & Entrepreneurship Fund (EEF), Agricultural Loan/Rural Credit, Bangladesh Government Securities/Bonds, Treasury Bills, Grameen Bank Bonds.
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ <www.ucbl.com>	Monthly Savings Scheme.
ট্রাষ্ট ব্যাংক <www.trustbank.com.bd>	Fixed Deposit Scheme, Trust Smart Savers Scheme (TSS), Trust Money Double Scheme

ব্যাংকের নাম এবং ওয়েব সাইট	সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সুবিধা
	(TMDS), Trust Money Making Scheme (TMMS), Trust Educare Scheme (TES), Monthly Benefit Deposit Scheme (MBDS), Lakhopati Savings Scheme, Interest First Fixed Deposit Scheme (IFFDS), Agri-Business Loan, Entrepreneurship Development Loan for Retirees, Loan for Poultry Farm, Loan for Shopkeepers, Women Entrepreneur Loan.
মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ <www.mblbd.com>	দ্বিগুণ বৃদ্ধি আমানত প্রকল্প, Family Maintenance Deposit (FMD), মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প, Quarterly Benefit Deposit Scheme, 1.5 Times Benefit Deposit Scheme, Advance Benefit Deposit Scheme (ABDS).
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ <www.shahjalalbank.com.bd>	Monthly Deposit Scheme, Monthly Income Scheme, Double Benefit Deposit Scheme.
সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ <www.siblbd.com>	Mudaraba Monthly Profit, Mudaraba Millonaire Scheme, Mudaraba Special Savings (Pension) Scheme, Mudaraba Bashstan Savings Scheme.
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক <www.krishibank.org.bd>	Fixed Deposit Receipt (FDR) Account, Deposit Pension Scheme, Savings Pension Scheme, Teachers Savings Scheme, Small Savings Scheme, Education Savings Scheme, Agro based Industrial Project, S M E, Continuous Loan (Working Capital and Cash Credit), Micro Credit (Small Loan) **এর উপর** Credit Programs.
সিটি ব্যাংক <www.thecitybank.com>	City Projonmo.
মিউচ্যুয়াল ট্রাষ্ট ব্যাংক লিঃ <www.mutualtrustbank.com>	Brick by Brick (মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প), MTB Monthly Benefit Plan, Save Everyday Plan, MTB Double Saver Plan, MTB Triple Saver Plan, MTB Millionnaire Plan, Unique Savings Plan, Small Business Loan Scheme.

উল্লিখিত বিষয়গুলি বিস্তারিত জানতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নিকটস্থ শাখায় যোগাযোগ করুন অথবা ওয়েবসাইট ব্যাবহার করুন।

চ্যালেঞ্জ ফান্ড

চ্যালেঞ্জ ফান্ডের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক দ্রুত রেমিটেন্স ট্রান্সফার ও বিনিয়োগের বেশ কিছু সুবিধা দিচ্ছে। এই ফান্ডের অধীনে যেসব প্রকল্প নেওয়া হয়েছে নিচে তা উল্লেখ করা হল ঃ

- সোনালী বাংক ও ডাটা এজ লিমিটেড দ্রুত ও নিরাপদে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রেমিটেন্স পৌঁছানোর জন্য ইলেকট্রনিক ফান্ড সিস্টেম, প্রি-পেইড কার্ড, ভিসা কার্ড ইত্যাদি চালু করতে যাচ্ছে।
- অগ্রণী ব্যাংক এবং ইলেকট্রনিক ট্রানজেকশন নেটওয়ার্ক লিমিটেড একসাথে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের ব্যবস্থা নিচ্ছে। এতে দ্রুত নিরাপদে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রেমিটেন্স পৌঁছাবে।
- প্রত্যাগত অভিবাসী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের ইনাফি পাঁচটি এনজিও'র (এসএসএস, পদক্ষেপ, উদ্দীপন, শক্তি ফাউন্ডেশন, পপি) সহযোগিতায় এন্টারপ্রেনার ও বিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।
- প্রাইম ফাইন্যান্স অভিবাসীদের জন্য একটি মিউচুয়াল ফান্ড বাজারে ছাড়ছে।
- বেসরকারি সংস্থা আসপাডা ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুর জেলায় অভিবাসী পরিবারের সদস্যদের জন্য সঞ্চয়, প্রশিক্ষণ এবং আয় সৃষ্টিকারী কর্মকান্ড পরিচালনা করবে।
- বিজনেস এডভাইজারি সার্ভিস সেন্টার কৃষি ব্যবসার ক্ষেত্রে অভিবাসীদের পরিবারকে বিনিয়োগ পরামর্শ প্রদান করে।
- এনসিসি ব্যাংক, টিএমএসএস-এর সহযোগিতায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দ্রুত ও নিরাপদে রেমিটেন্স প্রেরণ করে।

আরও বিস্তারিত জানতে ওয়েবসাইট (www.rpcf.org) ব্যবহার করুন ।